আঞ্চলিক উপন্যাস

বিগত শতকের ত্রিশের দশক থেকে বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক উপন্যাসের চর্চা শুরু হয়েছে। পাশ্চাত্যে যে ধরনের উপন্যাসকে, 'Regional Novel', 'Novel of the local color' বা 'Novel of the soil' বলে চিহ্নিত করা হয়, অঞ্চলভিত্তিক সেই ধরনের লেখাকেই বাংলায় আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলি। অঞ্চল বিশেষের রঙে রঞ্জিত, বা বিশেষ অঞ্চলের মৃত্তিকার সঙ্গে আত্মিক যোগে যুক্ত মানবজীবনের কাহিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের অবলম্বন। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক সাহিত্য বলতে বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, সমাজ প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক পটভূমি ইত্যাদি কীভাবে লেখার মধ্যে গুরুত্ব পাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি কেবলমাত্র স্থানিকতাই আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বর্ণনার পাশাপাশি সেই অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী, ভাষা, রীতিনীতি, সংস্কার, জীবনাচরণ ইত্যাদি যথার্থভাবে বিবৃত না হলে তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। যে কারণে 'A Glossary of Literary Terms'-এ M H Abraham আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশেষ অঞ্চলের ভাষা, সংস্কার এবং প্রতিবেশের উপর জোর দিতে বলেছেন, 'The regional novel emphasizes the setting, speech and customs of a particular locality, not merely as a local color, but as important conditions affecting the

temperament of the characters, and their ways of thinking, feeling, and acting.'

বাংলাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭), অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (১৯৪৯) ইত্যাদি আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

বৈশিষ্ট্য:

১। আঞ্চলিক উপন্যাস একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভূখণ্ডকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করে। যেমন তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রায়শই রাঢ় অঞ্চলের কথা পাওয়া যায়।

২। সেই ভূখণ্ড বা অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা উপন্যাসে বিবৃত হবে। সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, বাচন, সংস্কার, দৈনন্দিন যাপন উপন্যাসে উঠে আসবে। যেমন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কেতুপুর গ্রামের মাঝি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে।

৩। ওই অঞ্চলের উপভাষা উপন্যাসে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত সংলাপের ক্ষেত্রে উপভাষার ব্যবহার জরুরি।

৪। নিছক আঞ্চলিকতাতেই উপন্যাস শেষ হলে চলবে না, তার মধ্যে একটি সর্বাত্মক আবেদন থাকতে হবে, যা সব অঞ্চলের সব ধরনের পাঠকের কাছে পৌঁছবে।

৫। লেখককে বিশেষ অঞ্চলটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে, নইলে কাহিনির বিবরণের মধ্যে ফাঁক দেখা যাবে। ফলে লেখা হয়ে পড়বে কৃত্রিম এবং অন্তঃসারশূন্য।

৬। মানুষ নিজের আঞ্চলিকতাকে তার মধ্যে ধারণ করে। একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, পারিবারিক কাঠামো, জনশ্রুতি ইত্যাদি সেখানকার বাসিন্দাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। তাই আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের উপর সেই অঞ্চলগত প্রভাব কেমন হতে পারে, তা লেখককে মাথায় রাখতে হয়।

রাহুল...

একটি আঞ্চলিক উপন্যাস:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে কোপাই নদীর মাঝামাঝি যে বাঁধ, যার পোশাকি নাম হাঁসুলীবাঁক, সেই বাঁধের তীরবর্তী বাঁশবাদী গ্রামকে কেন্দ্র করে। বাঁশাবাদী গ্রামে কাহার জনজাতির বাস। কাহারদের জাতব্যবস্যা ছিল পালকিটানা। হাঁসুলীবাঁকের এই কাহার জনজাতির কথাই উপন্যাসে উপজীব্য হয়ে ধরা দিয়েছে। কাহারদের বহু প্রজন্মের বিশ্বাস, সংস্কার এবং লোকজ ধ্যানধারণাকে তারাশঙ্কর ঘনিষ্ট অধ্যবসায়ের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি পুরুষ এবং নারীর সংলাপে উঠে এসেছে রাঢ় অঞ্চলের বিশিষ্ট উপভাষাগত টান। লেখক সংলাপের মধ্যে মান্য চলিত বাংলা ঢোকাননি। লেখায় বর্ণনা করা হয়েছে বিভিন্ন লোকছড়া এবং চড়কের সময় কাহারদের নিজস্ব লোকজ

উৎসবের কথা। সেই উৎসবে লাগামছাড়া মদ্যপান এবং নারীপুরুষের অসংযমী উদ্দামতার মধ্যে যেন আদিম সংস্কারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নব্য শহুরে ভদ্রলোকরা এই সংস্কারের হদিস পায় না। এই উপন্যাসের সবকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র – বনওয়ারী, পাখী, সুচাঁদ, নসুবালা, পাগলবাবা, কালোশশী ইত্যাদি হাঁসুলীবাঁকের লোকসংস্কৃতি এবং লোকবিশ্বাস দ্বারাই পুষ্ট। এরা সবাই হাঁসুলীবাঁকের সন্তান এবং নিজেদের মধ্যে এই অঞ্চলকেই ধারণ করেছে। এমনকি উপন্যাসের বিদ্রোহী চরিত্র করালীও এই সংস্কৃতির সৃষ্টি। করালী যতোই বাঁশবাদীর জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে শহরের রঙচঙে জীবনে ভিড়তে ইচ্ছুক হোক না কেন, তার ভাবনায় শিকড়ে কাহারদের আজন্ম বিশ্বাসই জড়িয়ে থেকেছে এবং উপন্যাসের শেষে সে বাঁশবাদীতেই ফিরে এসেছে। এইভাবে আঞ্চলিকতার প্রায় সবকটি বৈশিষ্ট্য ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’-র মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বলে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।